দৈনিক বাংলা

26 AUG 1989

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাবঞ্চিত শিশু

'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'—শিশু পাঠ্যবই-এর এই ছড়াটিতে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের দেশের জনগণের বিশ্বাসই উচ্চারিত। গাড়ি-ঘোড়া চড়া মানে বিত্তবান, মর্যাদামন্ডিত ও ক্ষমতাশালী হওয়া। এদেশের বেশিরভাগ মানুষ সেই আদিকাল থেকেই গরীব—পান্তা জোটে তো, নুন জোটে না অবস্থা। তাই গাড়ি-ঘোড়া চড়ার অর্থাৎ সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্ষমতা অর্জনের তাদের স্বপ্ন চিরন্তন। এই স্বপ্ন রূপায়ণের জন্যে তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চান, চেষ্টাও করেন অনেকে। কিন্তু বাস্তব কারণে অনেকের এই চেষ্টা সফল হয় না। তাদের দারিদ্র্য এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতাই প্রধান প্রতিবন্ধক। পরিণাম শিশুদের শিক্ষা বঞ্চনা।

শিশুদের শিক্ষাবঞ্চনা সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে গত ২৩শে আগস্ট পত্রিকান্তরে। তাতে বলা হয়েছে যে, আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন কারণে দিনাজপুর জেলার পঁচানব্বই হাজারেরও বেশি শিশু প্রাথমিক পর্যায়ের পর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঐ জেলায় ১৯৮৮ সালে ৩,৪৮,২১৪টি শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৩২,১১৭ জন, ৩,২৫,৫৬০ জন, ৩,১২,৭৭২ জন ও ২,৫২,৮৯২ জন; ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমেছে উপরের দিকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা কমা মানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে কম ছাত্র, শিক্ষিতের কম হার।

শিক্ষা ছাড়া মানবজীবন অচল ও অসম্পূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান অধিগত করে, তার বাঁচার মত বাঁচার জন্য তা কেবল সহায়কই নয়, অপরিহার্যও। এই জ্ঞান রুটি রুজিতে যেমন সহায়তা করে, তেমনি তাকে শেখায় কী ভাল, কী মন্দ। কোনটা কল্যাণকর, কোনটা বিপজ্জনক। এজন্যই সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই চলছে শিক্ষা লাভের জন্য মানুষের চেষ্টা।

দুঃখের ব্যাপার, এই শিক্ষাতেই আমরা রয়েছি অনেক পিছিয়ে। বলা বাহুল্য, সংখ্যার বিচারে আমাদের ক্ষুদ্রকায় দেশটিতে সাক্ষর মানুষ কম নয়। এদেশে যত শিক্ষিত লোক আছে, অনেক দেশের জনসংখ্যাও তত নয়। তবু জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিতের হার খুবই কম, কমবেশি ২৬ শতাংশ মাত্র। অথচ আজকের বিশ্বের বহু দেশেই শিক্ষিতের সংখ্যা একশত একশই। অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষিতের হার শতকরা সত্তর-আশি ভাগে উঠেছে।

জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি অর্জন করে এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়িয়ে দেশবাসীর দীর্ঘদিনের বিড়ম্বিত ভাগ্য পরিবর্তন করাই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্য। জাতি এখন বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি শত সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষা আমাদের সমাজকে দ্রুত সামনে নিয়ে যেতে পারে।

অথচ এ শিক্ষাই এদেশে অবহেলিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ভ্রান্ত শিক্ষানীতি, শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা, সুযোগের অভাব ইত্যাদির ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে রয়েছি।

শিক্ষার বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই এদেশে অনুভূত হয়েছে। শিক্ষা উন্নয়ন, শিশু শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আন্তরিক আয়োজন ও বাস্তব ব্যবস্থার অভাব ছিল বলে সেগুলির কোনটাই তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

বর্তমান সরকার শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শিক্ষাক্ষেত্রের নটি লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ (১) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, (২) গণশিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞান ও কারিগরি পাঠক্রম প্রবর্তন ও বহুমুখীকরণ, (৪) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ-বৃদ্ধি, (৫) নারী শিক্ষায় উৎসাহ দান এবং (৬) মেধাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা প্রবর্তন। এখন আরও বেশি জোর দেয়া হচ্ছে এসব লক্ষ্যের উপর। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের সর্বাধিক বরাদ্দ—১৩১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা পেয়েছে শিক্ষাখাত। গত ক'বছরে অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলকে সরকারীকরণ করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের বড় অংশটা দেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে, দেশের মোট ৪৪,১০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৩,২২৬টি সরকারী এবং ৬৮৮১টি বেসরকারী। সরকারী অর্থে ও ইউনিসেফের সাহায্যে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মিত হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে।

দেশে ফলপ্রসূ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইলে এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রথমত শিক্ষা হতে হবে কালোপযোগী এবং গ্রাম ও শহর, ধনী ও গরীব—সবার জন্য একই রকমের। প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও নারী শিক্ষায় সমান জোর দেয়া দরকার। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ এগার কোটির মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটির বয়স ১ থেকে ১৫ বছর। এদের মধ্যে প্রকাশিত পরিসংখ্যান মোতাবেক প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক কোটির সামান্য বেশি। এই সংখ্যা বাড়াতে হবে। স্কুলে যাওয়ার বয়েসী সকল ছেলেমেয়েকে স্কুলে নিতে হবে। বন্ধ করতে হবে ড্রপ আউটের বিপুল সংখ্যা। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করতে হবে। সকল স্কুলে স্কুলঘর, টুল-টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, বইপত্র, পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গা, পানি খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকতে হবে। গ্রামের বিপুল সংখ্যক শিশুকে সাংসারিক কাজে, রুজি রোজগারে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হতে হয়। তাদের অবসর সময়ে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রোজগেরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে পথকলি ট্রাস্টের মাধ্যমে স্কুল স্থাপন করছেন। গ্রামাঞ্চলেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়া দরকার।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী শিক্ষার সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বলা অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাবঞ্চিত বয়স্কদের দলে নারী-পুরুষ উভয়েই রয়েছে। তাদের সাক্ষর করে তুলতে হবে। এই সাক্ষরতা শুধু অক্ষর জ্ঞান বা নামসই-এর মধ্যে সীমিত থাকলে চলবে না। চিঠিপত্র লেখা, হিসাব পত্র করার মত জ্ঞান অধিগত করতে হবে সাক্ষর বয়স্কদের। তাদের শিক্ষার পরবর্তী ধাপ হবে শিক্ষা অব্যাহত রাখা। এই পর্যায়ে এসে সদ্য সাক্ষর বয়স্করা তাদের লেখাপড়ার মান উন্নত করার এবং নানা বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়াবার সুযোগ পাবেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের উপযোগী লাইব্রেরী, পত্রপত্রিকা, খেলাধুলার ব্যবস্থা, লোক সংস্কৃতি চর্চা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। একমাত্র তাহলেই বয়স্করা শিক্ষায় আগ্রহী হবেন এবং সাক্ষরতা কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন।

নিরক্ষরতা অন্ধকার দূর করে আধুনিক শিক্ষার আলোতে দেশ উদ্ভাসিত করার বিশাল কাজ সম্পন্ন করা সরকারের একার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। এত টাকা-পয়সাও নেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। পিপলস পার্টিসিপেশন-সমাজের নানা স্তরের মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করলে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটবে অন্ততঃ শিশুরা বঞ্চিত থাকবে না প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে। দিনাজপুরের শিশুদের যে শিক্ষাবঞ্চনার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তেমন অবস্থা কম বেশি অন্য সব জেলাতেও বিদ্যমান। এই লজ্জাজনক অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে. সকল শিশুর জন্য অবারিত করতে হবে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা। কারণ, এর উপরই দেশের অগ্রগতি ও সমাজের সর্বাঙ্গীন প্রগতি নির্ভরশীল।